উত্তরফাল্গুনী

গ্রন্থকারের অন্যান্য রচনা

কবিতা

তন্বী

অর্কেস্ট্রা

ক্রন্দসী

প্রবন্ধ

স্বগত

উত্তরফাল্গুনী

শ্রীসুধীন্দ্রনাথ দত্ত

প্রণীত



পরিচয় প্রেস

কলিকাতা

প্রথম সংস্করণ

১৩৪৭

পরিচয় প্রেস

৮ বি, দীনবন্ধু লেন হইতে

শ্রীকুন্দভূষণ ভাদুড়ী কর্ত্তৃক

মুদ্রিত ও প্রকাশিত

সুমন্ত্র মহলানবিশের

করকমলে--

বর্ণস্থূচী

শর্ব্বরী

সহসা হেমন্তসন্ধ্যা রূপজীবী জরতীর মতো
অব্যর্থ ক্ষয়ের ব্যাপ্তি ঢেকেছিলো অত্যন্ত রঞ্জনে।
বিরহের অবরোধে হয়েছিলো মিলন স্বগত ;
বাস্তববিবাগী আঁখি প্রেমাশ্রুর মায়াবী অঞ্জনে
আচম্বিতে সনির্ব্বন্ধ, অচিরাৎ স্বপ্নজাগরূক।
ফলত নিশ্চিন্ত কণ্ঠে তাকে বলেছিলুম সে-দিন—
অঘ্রাণের অত্যাচারে পাকা পাতা ঝরে তো ঝরুক ;
পথলুপ্ত কেলিকুঞ্জে পড়ে যদি পড়ুক তুহিন ;
শুষ্ক সরোজিনী ছেড়ে উড়ে যাক সপ্তসিন্ধুপারে
যাযাবর রাজহংস পুলকিত কুলায়ের খোঁজে ;
তবু কিছু হারাবে না। মরণের অমৃত বিকারে
স্মৃতির মিসরী বীজ মন্বন্তরে যথারীতি ম'জে
অপ্রমেয় পারিজাত কল্পলতাবিতানে ফোটাবে।
কাল বৈনাশিক বটে, কিন্তু সেও স্বরূপে বিশ্বাসী ;
তাই তার গুহাচিত্রে মৃৎপ্রদীপপরম্পরা পাবে
নিবাত, নিষ্কম্প দীপ্তি। ক্ষেমঙ্কর সে-মহাসন্ন্যাসী
বৃত্তিবিবর্ত্তিত শূন্যে চ'লে গেলে কর্ম্মের প্রসাদে,
অনুপূর্ব্ব তীর্থযাত্রী যুগে যুগে পুণ্য পীঠে জ'মে
ধূমাঙ্কিত চিত্তচৈত্য ভ'রে নেবে বর্ণাঢ্য প্রবাদে ॥

অনেক শতাব্দী কাটে। প্রকীর্ত্তিত সে-কন্দরে ক্রমে
বাদুড় বানায় বাসা ; কালপেঁচা আনাচে কানাচে
ইঁদুরের ধ্যান করে ; কোণে কোণে অর্দ্ধভুক্ত শব
লুকায় হিসাবী শিবা ; ভূমিসাৎ বিগ্রহের কাছে
মহীলতা জোট বাঁধে ; মধ্যে মধ্যে তুষ্ট জরদ্‌গব
জুড়ায় অম্লের জ্বালা কণ্টকিত দ্বারদেশে ব'সে।
তাদের পুরীষে, ক্লেদে অতীতের সার্থক প্রতীক
চাপা পড়ে নিরন্তর ; নোনা লেগে চূর্ণলেপ খ'সে
হাসে অস্থিসার শিলা। সুখশ্রান্ত ধনী নাগরিক
ক্বচিৎ সদলবলে আসে বনভোজনে সেখানে
পণ্যস্ত্রীর হাত ধ'রে ; আহারান্তে রংমশাল জ্বেলে
ভিত্তিগাত্রে চেয়ে থাকে, কলঙ্কিত কবন্ধ যেখানে
দলে বৈদেহীর ঊরু ; ছেঁড়া পাতা, ভাঙা টিন্ ফেলে
সায়াহ্নে শহরে ফেরে। প্রদোষের নির্ব্বেদ বাড়ায়
বিক্ষিপ্ত অঙ্গার, ভস্ম, অতিক্রান্ত উৎসবের গ্লানি।
তার পরে হাওয়া ওঠে, শুকতারা হঠাৎ হারায়,
দুঃস্বপ্নের বিপর্য্যয়ে নিশি জাগে শুধু অন্ধ হানি॥

সংশয়

রূপসী ব'লে যায় না তারে ডাকা ;
কুরূপা তবু নয় সে, তাও জানি ;
কী মধু যেন আছে সে-মুখে মাখা ;
কী বরাভয়ে উদ্যত সে-পাণি ॥

খেলে না ফণী দোদুল বেণীমূলে ;
চাঁচর চুলে ভ্রমর গুমরে না ;
অলকে তবু মলয় যবে বুলে,
বেড়েছে, ভাবি, বিধির কাছে দেনা ॥

ঝলে না কালো চপলা চল চোখে ;
অগাধে তার জ্বলে না ধ্রুবতারা ;
সে-দিঠি তবু রুচির কী আলোকে ;
কী বাণী রহে রহসে ভাষাহারা ॥

বাজে না বাঁশি বেহাগে তার স্বরে ;
গম্ভীরাতে মুরজ নাহি ফুটে ;
অসার কথা তথাপি সে-অধরে
বেদের চেয়ে গভীর হয়ে উঠে ॥

উদয়-রাঙা নির্ঝরিণীসনে
অতুলনীয় সে-ছল-ছাওয়া হাসি ;
বাসনা তবু, হঠাৎ আগমনে
চকিত খুশি সে-মুখে পরকাশি ॥

কান্না তার মুক্তামালাসম
গহন রঙে নহে তো ধূপছায়া ;
তথাপি চাহি উপেক্ষাতে মম
ভাসুক লোরে বজ্রাহত কায়া ॥

বক্ষে তার যুগল হেমগিরি
নির্ব্বাসিত করে নি মৃণালেরে ;
আঁচল তবু অনামা কলি পীড়ি
কী পরিমল সঙ্গে ফেরে ফেরে ॥

অতনুতরে করে নি রচনা সে
ত্রিবলি সিঁড়ি কুটিল কটিতটে ,
সতত তবু ক্ষামার আশে-পাশে
টঙ্কারিত কুসুমধনু রটে ॥

সংশয়

মেখলা-ঘেরা পৃথুল শ্রোণিভারে
মরালসম নহে সে মদালসা ;
তথাপি ঋজু দেহের আড়ে আড়ে
ক্ষণেক্ষণে চমকে কী লালসা ॥

কদম-রেণু-বিছানো সরণী তো
সুনাভি হতে ছুটে নি অভিযানে
কদলী-উরু-তোরণ-সুশোভিত
লব্ধকাম অমরাবতীপানে ;

বিজয়ী মন তথাপি সেথা থামি
মোক্ষ মাগে পরম পরাজয়ে।
ভালো কি তবে বেসেছি তারে আমি ?
বিজ্ঞ হিয়া শিহরে তাই ভয়ে ?

ব্যবধান

তোমারে বোঝার বুদ্ধি আজও মোরে দেয় নি বিধাতা।
তাই যবে চন্দ্রকান্ত নয়নের কৃষ্ণপক্ষ্ম পাতা
বিস্ফারি তাকাও তুমি মাঝে মাঝে মোর মুখপানে,
আমি আত্মহারা হই, সে-নিগূঢ় চাহনির মানে
ধরিতে পারি না ; শুধু অনুষঙ্গে জাগে কত স্মৃতি :
কে কবে অমনই চেয়ে জাগতিক বঞ্চনার রীতি
আমারে শিখালো যেন ; অমনই পল্লবঘন আঁখি
অমৃতের আশা দিয়ে পারিজাতকুঞ্জে মোরে ডাকি,
অনিকাম বিসংবাদে বারম্বার হলো পণ্ডশ্রম
পলাতক সন্ধিলগ্নে ॥

একবারমাত্র ব্যতিক্রম
ঘটেছিলো সে-বিধির : হেমন্তের উর্দ্ধশ্বাস সাঁঝে
উদ্ভ্রান্ত কালের পায়ে ঝিল্লীর মঞ্জীর যবে বাজে
আচ্ছন্ন মাঠের প্রান্তে, পরিব্যাপ্ত মৃত্যুর ছায়ায়
আগন্তুক তমস্বিনী আপনারে অচিরে হারায়,
নিস্তৈল দীপের মতো মানুষের নিরাশ্রয় মন
আছাড়ি-বিছাড়ি নেবে, কোনো এক সন্ধ্যায় এমন—
যুগান্তে, জন্মান্তে যেন—শাপভ্রষ্ট কে এক উর্বশী

ব্যবধান

অন্তর্দ্দীপ্ত উল্কাসম করপুটে পড়েছিলো খসি
অধরার মূক বার্ত্তা মর্ত্ত্যরজে করিতে সঞ্চার।
সে-দিনে মুহূর্ত্তকাল অবচ্ছিন্ন শরীর আমার
অম্লান, অনন্ত বীর্য্যে উঠেছিলো উচ্চকিত হ'য়ে;
অনাদ্য ওঙ্কারনাদে জেগেছিলো প্রতন হৃদয়ে
চিরঞ্জীব পুরুরবা॥

কিন্তু কোনো কথা কহে নি সে;
বলে নি আপন নাম; সনাতন অন্ধকারে মিশে
নিঃসঙ্কোচ জৈব ধর্ম্মে করেছিলো মোরে সম্প্রদান
অনির্ব্বচনীয় তনু। ব্যষ্টির প্রাকৃত ব্যবধান
তাই তীর্ণ হয়েছিলো নির্ব্বাণের অখণ্ড শান্তিতে;
মোদের বিশ্লিষ্ট আত্মা জাতিস্মর দেহের ইঙ্গিতে
প্রাক্তন প্রবৃত্তিপথ খুঁজে পেয়েছিলো অকস্মাৎ;
অসম্ভূতির ঐক্যে ঘুচেছিলো বহুর ব্যাঘাত॥

সে-দিব্য মিলনে তুমি অধিকার দাও নি আমারে।
তোমার বিশ্রব্ধ বাক্য তাই মোর রুদ্ধ চিত্তদ্বারে
বৃথা করাঘাত হানি নিরন্তর ফিরে ফিরে যায়।

তোমার সান্নিধ্যে তাই ব'সে থাকি আমি মৌনপ্রায়
সৌজন্যের ঘটাটোপে আপনারে পাকে পাকে ঘিরে ;
যে-দিকে তাকাই দেখি নিরাশ্বাস বুদ্ধির তিমিরে
মোদের বিয়োগধর্ম্মী চৈতন্যের চক্রচর কণা
স্বতন্ত্র জ্বালার কক্ষে নিরুপায়ে করে আনাগোনা।
তুমি চাও মোর মুখে, আমি তব মুখপানে চাই :
এই ভাবি বুঝিলাম, এই ভাবি কিছু বুঝি নাই ॥

প্রতিদান

ওগো গরবিণী, সত্রে তোমার
যত উপবাসী নিত্য জুটে,
আমি তো তাদের এক জন নই,
চাবো না ভিক্ষা চরণে লুটে।
তা ব'লে ভেবো না ক্ষুধা নেই মম,
জানি না অভাব নিষ্ঠুরতম,
আশা-নিরাশার দোদুল দোলায়
নামি নি পাতালে, উঠি নি কূটে।
প্রতিদানহীন দান নিতে তবু
আসি নি লোভীর সঙ্গে জুটে॥

বহু বার বিধি বহু দিক হতে
বহু বঞ্চনা করেছে মোরে।
খণে খণে তবু অলোকের স্নেহে
জীবন আমার গিয়েছে ভ'রে।
কপট পাশায় পৃথিবীপতিরে
বনে পাঠায়েছে অবনত শিরে ;
দ্বৈরথরণে তারই মাহাত্ম্য
দিয়েছে আবার দ্বিগুণ ক'রে।

শাপ ও আশিস্, সুধা আর বিষ
একত্রে বিধি বিতরে মোরে ॥

যদিও আজিকে সম্পদহীন
পথে পথে ঘুরি মৌন দুখে,
তবু অরূপের অক্ষয় স্মৃতি
সঞ্চিত আছে আমারই বুকে।
আমি জানি কোথা কোন্ পল্বলে
সোনার সবিতা তিলে তিলে গলে,
বকুলবনের কোন্ কোণে শশী
দেখে মুখছবি মুকুরে ঝুঁকে।
তারার মালায় যে গণে প্রহর,
অতন্দ্রিত সে আমারই দুখে ॥

যদিও আজিকে বীতনিঃশ্বাস,
দীর্ণ আমার মোহন বেণু,
তবু হয়েছিলো সে-সুরে সিদ্ধি,
যা শুনে ভ্রষ্ট কল্পধেনু
ফিরে আসে গোঠে গোধূলিবেলায়,

প্রতিবিম্বান

চপলতা জাগে রাধিকার পায়,
মধুমালতীর বন্ধ্যা শাখায়
উড়ে এসে লাগে সুজনরেণু।
দেবতারা রাতে দীপ্র নয়নে
শুনে গেছে মোর দিব্য বেণু॥

যেই বিভীষিকা ছায়ার সমান
ফেরে অহরহ রূপের পাছে,
বহু বার তার আকার, প্রকার
ব্যক্ত হয়েছে আমার কাছে।
আমার মনের আদিম আঁধারে
বাস করে প্রেত কাতারে কাতারে।
প্রাক্‌পুরাণিক বিকট পশুর
দায়ভাগ মোর শোণিতে নাচে।
সমুখে মরুর মরীচিকা ডাকে,
প্রলয়পয়োধি গরজে পাছে॥

খিন্ন হলেও আমার নয়ন
দিব্যদৃষ্টি তাতেই রাজে।

আমি জানি কেন নিগূঢ় বেদনা
নবপ্রণয়ীর মরমে বাজে।
নির্ম্মিত আমি পরশপাথরে;
মৃন্ময়ী হয় সোনা মোর করে।
জানি উর্ব্বশী চিরযৌবনা
কারে পরখিতে জরতী সাজে।
বুঝি আমি কোন্ নিগম অর্থ
ইতরের অপভাষায় রাজে॥

তোমার প্রাণের পরতে পরতে
যে-অনাম তৃষা গুমরি কাঁদে,
অনুকম্পায়ী জীববীণা মোর
ঝঙ্কৃত আজ সে-অনুনাদে।
অচিন পথের দূতরূপে তাই
প্রতি দিন এসে দুয়ারে দাঁড়াই;
অভাবনীয়ের আহ্বান নিয়ে
অবাক্ নয়ন তোমারে সাধে।
নিত্য জ্বালার কলুষকালিমা
জানি; তাই হিয়া দরদে কাঁদে॥

প্রতিদান

নিয়ে যাবো আমি তোমারে যে-পথে,
সে-পথে একাকী যায় না যাওয়া;
পদে পদে তার কাঁটার আঘাত,
পাকে পাকে হাঁকে পাগল হাওয়া ;
হিতবুদ্ধির তড়িৎ ভ্রূকুটি
দূর দিগন্তে উঠে ফুটি ফুটি ;
ভ্রমে আশে-পাশে হিংসালু শিবি ;
পশ্চাতে আর যায় না চাওয়া।
সর্ব্বহারার দুর্গম পথে
নিয়ামক বিনা যায় না যাওয়া ॥

তবু পরিহরি বিত্তের মোহ
রিক্ত অয়নে দাঁড়াও নেমে।
তোমার ত্যাগের দাম ধ'রে দেবো
অনির্ব্বচন অমর প্রেমে ;
নিয়ে যাবো যেথা নেই দেশ-কাল,
নেই ব্যাধি-জরা, ক্ষয়-জঞ্জাল,
সত্য যেখানে স্বপ্নসুষমা,
ভেদ নেই যেথা সীসায় হেমে।

স্বার্থপরের অর্ঘ্যের লোভ
ত্যাগ ক'রে এসো নিভৃতে নেমে ॥

মোদের সমুখে নন্দনবন
আগলমুক্ত আবার হবে ;
রবে পদতলে অলকানন্দা,
ইন্দ্রধনুর তোরণ নভে।
রচি ফুলশেজ চ্যুত পারিজাতে
পীযূষপেয়ালা তুলে দেবো হাতে।
উধাও মলয় দ্যুলোকে-ভূলোকে
মোদের প্রেমের কাহিনী কবে।
মোর অসাধ্যসাধনে, মানবী,
নিশ্চয় তুমি সিদ্ধ হবে ॥

মৌনব্রত

আজি ধূলা ঝেড়ে ঝেড়ে, পুরাতন পুঁথি খুঁজে দেখি
রচিলাম যত গান, সে-সকলই মিছে আর মেকী,
নিরুদ্দিষ্ট অতিকথা, নিরর্থক বাক্যের জঞ্জাল।
বিলুণ্ঠিত শবাধারে অসংহত, অনাম কঙ্কাল
পরিহরি অবজ্ঞায়, মহাকাল করেছে যে চুরি
প্রতীকের পরমার্থ, অবিকল পদের মাধুরী,
উপমার অন্তর্দ্দীপ্তি, উৎপ্রেক্ষার নিগূঢ় আকৃতি।
কেমনে এখন ভাবি কোনো চিরসুন্দরের দূতী
পেয়েছিলো এক দিন অসম্বদ্ধ এই ধ্বংসস্তূপে
অমর আত্মার সাড়া; উচ্চকিত প্রতি রোমকূপে
অকস্মাৎ জেগেছিলো প্রাণদ, প্রণব প্রতিধ্বনি
এ-বিলগ্ন শব্দচয়ে; অন্ধ অবচেতনার খনি
বৈদ্যুতিক ব্যঞ্জনায় হয়েছিলো ক্ষণেক ভাস্বর?

নৈরাশ্যের নিরুদ্দেশে হারায় কি তাই কণ্ঠস্বর
যখনই বলিতে চাই আত্মকথা তোমারে, সুন্দরী?
তোমার অগাধ দৃষ্টি থামে যেই মোর মুখোপরি
সনির্ব্বন্ধ জিজ্ঞাসায়, তৎক্ষণাৎ বুঝি মনে মনে
এ-বারেও যা গাহিবো, যাযাবর কালের লুণ্ঠনে

অনর্থক প্রলাপে তা অচিরাৎ হবে পরিণত।
জানি, জানি সুনিশ্চয় এ-বারেও পূর্ব্বকার মতো
আত্মপ্রকাশের চেষ্টা সর্ব্বংসহা ধরিত্রীর ভার
অনশ্বর অবস্করে পরিপুষ্ট করিবে আবার।
ব্যয় হবে বৃথা বাক্য, লজ্জাকর আত্মনিবেদনে
কাটিবে না ব্যাসকূট। তার চেয়ে তোমার আননে
এমনই অবাক চোখে চেয়ে থাকা শত বার শ্রেয়।—
সংক্ষিপ্ত ভাষার শক্তি, নীরবতা অক্ষয়, অমেয়॥

নিরুক্তি

আমারে তুমি ভালোবাসো না ব'লে,
দুঃখ আমি অবশ্যই পাই ,
কিন্তু তাতে বিষাদই শুধু আছে,
তাছাড়া কোনো যাতনা, জ্বালা নাই ॥

জনমাবধি প্রণয়বিনিময়ে
অনেক বেলা হয়েছে অবসান ;
বেজেছে ফলে কেবলই বৃথা ব্যথা,
পারি নি কভু করিতে বরদান ॥

এ-ভুজমাঝে হাজার রূপবতী
আচম্বিতে প্রসাদ হারায়েছে ;
অমরা হতে দেবীরা সুধা এনে,
গরল নিয়ে নরকে চ'লে গেছে ॥

অযুত নারী, তাদের প্রতিশোধে,
জাগায়ে লোভ হেনেছে অবহেলা ;
সাহারা, গোবি ছেয়েছে ভাঙা পণে,
মরমহিমা হয়েছে ছেলেখেলা ॥

অসূয়া বুকে করেছে মাতামাতি
ঝড়ের রাতে বিজুলিঝলাসম ;
চিনেছি তাতে আপন নীচতারে,
টুটেছে মান, উঠেছে বেড়ে তম ॥

মিলনে ক্ষুধা মিটে নি কোনো কালে ;
কামনা শেষে মিশেছে এসে কামে।
অন্ধ আশা রুদ্র বিরহেরে
ভাববিলাসী করেছে পরিণামে ॥

হয়তো তাই তোমার অনাদরে
আজিকে আমি হই না বিচলিত ;
শিখেছি ঠেকে ব্যর্থ ভালোবাসা,
কালের কাছে অতনু পরাজিত ॥

হৃদয় তবু বিষাদে ভ'রে ওঠে
নিরুদ্দেশ শূন্যে যবে চাই ;
পাই না ভেবে শান্তিতে কী হবে,
সাধনাতে যে সিদ্ধি হেথা নাই ॥

নিরুক্তি

নন্দনের বন্ধ দ্বার, জানি,
যাবে না খুলে তোমার করাঘাতে ;
অমৃত যোগে প্রেতের কানাকানি ;
ঘুচাবে ভেদ তৃপ্তি-শোচনাতে ॥

তথাপি মিছে আত্মসমাহিতি ;
নিরাসক্তি আসক্তিরই ভেক ;
নাস্তি যার পৃষ্ঠে, পুরোভাগে,
সমান তার বিবেক, অবিবেক ॥

আত্মা সদা স্বগত, একা বটে,
তাই কি হেয় দেহের পরিচিতি ?
থাক না তাতে তৃষিত অচিরতা,
বাকী যা কিছু, সবই যে অনুমিতি

অহৈতুকী

কিছুই হয় নি আজ। সে কেবল ছিলো নিরুদ্বেগ
মোর ক্ষিপ্র পরশের চমৎকৃত নম্র নিবেদনে ;
অন্তর্গূঢ় আহ্বানের বৈদ্যুতিক রহস্যলিখনে
উঠে নি উদ্ভাসি তার নয়নের নির্ব্বচন মেঘ ;
আসন থাকিতে পাশে সে-দিকে সে তাকায়ে দেখে নি ;
গাঢ় সদালাপে তার অবকাশ আসে নি বারেক ;
সংবৃত বক্ষের তলে নিঃশ্বাসের রুদ্র অতিরেক
পদকে পড়ে নি ধরা, তার কাছে দুঃসহ ঠেকে নি ॥

কিছুই হয় নি আজ। তবু জাগে কী শোক মরমে ঃ
অনাথ সাধ্বীর মতো ধরা যেন ধায় অধঃপাতে ;
নিহত সুন্দর শিব অনুচর পিশাচের হাতে ;
অরাজক চরাচরে উচ্ছৃঙ্খল বিভীষিকা ভ্রমে ॥

মনে হয় একা আমি।—পরিত্যক্ত ভিটার জঞ্জালে
পুরস্ত্রীর প্রসাধনী ফেলে গেছে কারা যাত্রাকালে ॥

মরণতরণী

মরণ, তোমার উদ্দাম তরী
লেগেছে কি ফের ঘাটে ?
শুনি কি তোমারই বিদেশী বাঁশরী
তেপান্তরের মাঠে ?
আজ যদি তুমি এসে থাকো ঠিক,
তুলে দেবো সবই তোমারে, বণিক
প্রাণের পসরা ফেরি ক'রে আর
ফিরিবো না ভাঙা হাটে।
মরণ, সোনার তরণী তোমার
ঠেকেছে কি মোর ঘাটে ?

এসেছিলে তুমি প্রথমে যে-বার,
ভারী ছিলো মোর বোঝা ;
বুঝি নি তখনো জীবনের সার
কেবল তোমারে খোঁজা ;
লোভী পরমায়ু নরনারায়ণে
বেচে নি তখনো মুখচুম্বনে ;
জানি নি তখনো কত নিস্ফল
ছায়ার সঙ্গে যোঝা ;

জীবযাত্রার সধূম অনল
জ্বালে নি মানের বোঝা ॥

ছিলো যে তখনো আশা কতিপয়,
মিটে নি কর্ম্মতৃষা ;
শিখি নি অন্তে পরিণত হয়
পরাজয়ে বিজিগীষা।
দেখি নি অপার দ্বৈপসাগরে
মর্ত্ত্যমানুষ একা বাস করে ;
বৃথা প্রাণপণে খেয়াঘাট বাঁধা,
আঁধারে মিলে না দিশা ;
বুঝি নি সমান হাসা আর কাঁদা
স্বপ্ন অমৃততৃষা ॥

আমার প্রেমের অর্ঘ্যপ্রদানে
অপারগ সেও, জানি ;
আমিও বুঝি না সে-মূক নয়ানে
লিখিত কী গূঢ় বাণী।
বাহিরে তাকায়ে সে যে দেখে শুধু

চারি পাশে মোর মরু করে ধূ ধূ ;
আমি অবলোকি তার করপুটে
দলহীন মালাখানি ।
বকুলফোটানো সে-চরণে লুটে
ধূলাই মাখিবো, জানি ॥

পথে পথে ঘুরে ছেঁড়া থলি পূরে
যা কিছু করেছি জমা,
তুমিই, উদার, দাম দিবে তার,
করিবে দীনতা ক্ষমা ।
তাই আজি তব শুভ সমাগমে
পলাতক গান ফিরে আসে সমে :
তাই মনে হয় মঙ্গলময়
নিরুদ্দেশের অমা ॥
চরণে শরণ মাগি, হে মরণ ;
নাও যা করেছি জমা ॥

বন্ধু, এ-বার বোলো না, বোলো না,
'ঠাঁই নেই ভরা নায়ে' ।

দোলাও ঢেউয়ের দোদুল দোলনা
আমার অচল পায়ে।
নির্ব্বাত পালে ঝড় ভ'রে দাও।
মাথার উপরে বজ্রে জাগাও।
মুষলধারার কুশল ঝাপটে
ধুলা ধুয়ে দাও গায়ে।
পরিবৃত করি মহাসঙ্কটে
তুলে নাও, সখা, নায়ে॥

অনন্নুতপ্ত

জাগরূক বীর্য্যের বিস্ময়ে
ভুবনবিবাগী রথে শূন্যদিগ্বিজয়ে
যবে যাত্রা শুরু হলো যুগান্তের অলৌকিক প্রাতে,
সে-দিন আমার হাতে
মন্ত্রপূত অসি তুমি করো নি অর্পণ।
আমার জীবন
তাই কি নিস্ফল হলো তীব্র পরাজয়ে,
ঊসর, ধূসর অপচয়ে ?

সে-সুদিনে জানিতাম যদি
জ্বালায়ে মঙ্গলদীপ তুমি নিরবধি
সন্ধ্যার তোরণতলে ব'সে রবে মোর প্রত্যাশায়,
তাহলে কি উদ্ধত অন্যায়
লুটাতো আমার পায়ে বেণুমুগ্ধ কালীয়ের মতো ?
কালের তস্করসেনা, পিশাচ, প্রথম,
আমার অলক্ষ্যভেদে করিতো কি সভয়ে বর্জ্জন
স্বল্পপ্রাণ সুন্দরের সরণী নির্জ্জন,
তরুণের তীর্থযাত্রা নিরাপদ হতোই কি তাতে ?

তোমার সতর্ক রাখী যদি মোরে সে-দিন পরাতে,
হয়তো তাহলে
মোর দিব্য ঐরাবত সংগ্রথিত তৃণের শৃঙ্খলে
করিতো না আজি কালপাত ;
মোর বজ্রাঘাত
আঁধির চক্রান্তে প'ড়ে তবে বারম্বার
হারাতো না লক্ষ্য আপনার।
অমৃতের ত্যাজ্যপুত্র পরবশ উত্তরাধিকার
আবার কি ফিরে পেতো আপনার গুণে,
আমাদের দেখা হতো যদি কোনো আদিম ফাল্গুনে ?

কী জানি, হয়তো হতো তাই।
অন্তত অমন স্বপ্নে মাঝে মাঝে নিজেরে লুকাই
বিরাট ব্যর্থতা যবে নৈশ ভূকম্পনে
অসংহত ধিক্কারবর্ষণে
উলঙ্গ আত্মারে মোর চায় নিষ্পেষিতে।
স্বয়ম্বরসভামাঝে তুমি যদি মোরে মাল্য দিতে,
তবে—তবে—। কিন্তু থাক সে-নিরর্থ কথা ;
কল্পনার কোষাগারে আজিকে যে এসেছে শূন্যতা

শতমুখ দুর্দ্দিনের উৎকোচ জোগাতে।
আর মিথ্যা অনুশোচনাতে
অস্তম অস্থৈর্য্য মোর চাহিবো না করিতে গোপন ॥

যদি সেই অনবগুণ্ঠন
তোমার অসহ্য লাগে, করিবো না তবু অস্বীকার
যে-পথে চলেছি আমি, সেই ছিলো অভীষ্ট আমার,
কহিবো না যত ভুল, সে সবই দৈবাৎ।
আমার অনাদি অমা হয় যদি আবার প্রভাত,
আপনার ভাগ্যনির্ব্বাচনে
যদি শুধু মোর ইচ্ছা মান্য হয় নবীন জীবনে,
তবে আর বার
বরণ করিবো, জানি, এ-দৈন্য দুর্ব্বার,
এ-উন্মার্গ নিঃসঙ্গতা, উন্মুখর এই বিসংবাদ,
বিধ্বস্ত রূপের সেবা, অপক্ক প্রমাদ ॥

আজ আমি জানি—
বুদ্ধির বন্ধুর পথে অগ্রগামী হানি, অন্ধ হানি ;
তার সীমাশেষে এসে শান্তি পায় যারা

নিরিক্ত তাদের ঝুলি, পাংশু-ধূলি-ধূসরিত তারা,
পিপাসায় কণ্ঠহারা আমার সমান।
ভগবান
তাদের ক'রেছে ক্ষমা কিনা,
আমি তা জানি না।
কিন্তু তারা নিজেদের করেছে মার্জ্জনা ;
যত আবর্জ্জনা
পদে পদে দিয়েছিলো বাধা,
ভুলেছে সে-সব তারা ; অভিযোগ হয়েছে সমাধা।
তাদের অন্তরে
বহিরাশ্রয়িতা নাই ; তাই তারা অষ্টম প্রহরে
চায়, পায় সুষুপ্তি যে-বলে,
সে নহে যোগ্যতা যার দুশ্ছেদ্য শৃঙ্খলে
মানবতা মরে অপঘাতে ॥

যদ্যপি তোমার সাথে
দেখা হতো সময় থাকিতে,
উন্মুদ্র ঊষার লগ্নে যদি তুমি আদরে রাখিতে
তোমার বিশ্বস্ত হাত মোর করপুটে,

অননুতপ্ত

সিদ্ধির অঙ্কুটে
সোনার স্বর্গের দ্বার খুলিতো না তবু,
মোর দুস্থ ভবিতব্য রূপান্তর ধরিতো না কভু ;
তাহলেও আজ
ধূমকেতুসম আমি করিতাম নাস্তিতে বিরাজ,
স্বরচিত অন্ধকার চিরে,
অসার্থক অপব্যয়ে আপনারে ঘিরে ॥

ভবিষ্য রহস্যে ঢাকা ; তুমি আমি জানি না কেহই
কী ঘটিবে কাল প্রাতে। কিন্তু আমি অনুতপ্ত নই
আর অতীতের লাগি, আবশ্যিক উদ্‌ভ্রান্তির তরে।
উচ্চাবচ বক্র পথে সারা বিশ্ব পরিক্রমা ক'রে
যে-জীবন তব পদে পেয়েছে বিরতি,
তার অসঙ্গতি
নিশ্চয়ই নিতান্ত বাহ্য, তার ধর্ম্ম অশ্রুপাত নয়।
তাই পুন প্রাক্তন বিস্ময়
জেগেছে আমার মনে,
লেগেছে নয়নে
মায়ামুগ্ধ প্রসাদের সুস্নিগ্ধ কজ্জল,

দ্বেষ-দ্বিধা-দ্বন্দ্বহীন, অপ্রত্যাশী মোর অন্তস্তল
জগতেরে ক্ষমা ক'রে লভিয়াছে জগতের ক্ষমা,
আবার পেয়েছে খুঁজে নবজাত সৃষ্টির সুষমা ॥

প্রশ্ন

সত্য কি বাসো ভালো ?
নয়নে তোমার দেখি যে-রুচির আলো,
জ্বালাবে কি তাতে আরতির দীপ আমার তরে
মৌন, বিজন, মৌল নিশার নিলাজ দ্বিপ্রহরে ?

অতীত দিগ্বিজয়
আজি কি সহসা পরাভব মনে হয় ?
মাঝে মাঝে সাঁঝে হৃত বিত্তের অন্বেষণে
শূন্যে কি ধায় উদাস হৃদয় চক্ষের বাতায়নে ?

আমি এলে খোলা দ্বারে,
ভাবো কি বিগুণ স্থনিপুণ সজ্জারে ?
একা ঘরে ব'সে কথার সহিত গাঁথো যে-কথা,
দেখা হলে সে কি অক্ষম লাগে, সার্থক নীরবতা ?

দাঁড়ায়ে আমার পাশে
তাকাও যখন তারাখচা মহাকাশে,
হয় না কি মনে বিধির আদিম চিত্রলেখা
বাখানে সহসা চিররহস্য, সনাতন দেয় দেখা ?

মোর প্রেমনিবেদনে
দগ্ধ ট্রয়ের কাহিনী পড়ে কি মনে?
অদর্শনের নরকযাতনা জানাই যবে,
বেয়াত্রিচে-সনে একাসনে তুমি বসো কি সগৌরবে?

আমি-চ'লে গেলে দূরে,
রম্য ব'লে কি চেনো তুমি মৃত্যুরে?
প্রলয়শেষের সংবাদহীন বিকর্ষণে
ছোটে কি তোমার বিশ্বজগৎ নিভৃত নির্ব্বাপণে?

সত্য কি বাসো ভালো?
এলাও, এলাও তবে ও-কবরী কালো।
অনাদি অমায় হোক ত্রিভুবন নিমেষে হারা;
শুধু জেগে থাক নিবিড় নীরবে চারটি নয়নতারা॥

দুঃসময়

মোদের সাক্ষাৎ হলো অশ্লেষার রাক্ষসী বেলায়,
সমুত্থত দৈবদুর্বিপাকে ।—
আধো-জাগা অগ্নিগিরি আমাদের উদ্ধত হেলায়
সান্দ্র স্বরে কী অনিষ্ট হাঁকে ;
বিচ্ছেদের খর খড়্গ কোথা যেন শাণায় অসুরে,
তারই প্রতিবিম্ব হেরি মুহুর্মুহু আকাশমুকুরে :
বজ্রধ্বজ প্রভঞ্জন রথ রাখি অলক্ষ্যে, অদূরে
ফুৎকারিছে দিগ্বিজয়ী শাঁখে ;
আসে নাই সন্ধিলগ্ন, অমা তবু কবরী এলায়
বৈধব্যের অকাল বিপাকে ॥

জানো না কি, নিঃশঙ্কিনী, যদিও বা সত্য হয় আজ
আমাদের অবোধ স্বপন,
যদিও মার্জ্জনা করে ঈর্ষ্যাপর ক্লীবের সমাজ
যুগলের অমর্ত্ত্য মিলন,
তথাপি নিষ্ফল সবই ।—আমাদেরই দুর্ম্মর অতীত
অতর্কিত ভূকম্পনে বিনাশিবে বিশ্বাসের ভিত ;
প্রেতাকুল ব্যবধানে সঞ্জীবনী বাহুর নিবীত
ছিন্ন, ভিন্ন হবে অনুক্ষণ ;

অহৈতুক অপব্যয়, অনুচিত অর্চ্চনার লাজ
আস্ফালিবে স্তব্ধ দুঃস্বপন ॥

তবুও ফেরার পথ বন্ধ হয়ে গেছে একেবারে,
কায়-মনে তোমারেই চাই।
জানি, স্বর্গ মিথ্যা কথা, তথাপি অলীক বিধাতারে
রাত্রি-দিন মিনতি জানাই।
উন্মথি হৃদয়সিন্ধু সৃজনের প্রথম প্রভাতে
অভুক্তিত সুধাভাণ্ড অর্পিলাম মোহিনীর হাতে ;
মৃত্যুর মাধুরী কিন্তু বাকী আছে, এসো আজ তাতে
আমাদের অমরা সাজাই।
অসাধ্যসিদ্ধির যুগ ফিরিবে না, জানি, এ-সংসারে ;
তবু রুদ্র ভবিষ্যতে চাই ॥

•

আঁধার ঘনায় চোখে, তুমি ছাড়া কেউ নেই পাশে,
অন্তরীক্ষে জমে বিভীষিকা।
লুব্ধ ভবিতব্যতারে রুদ্ধ করো দৃপ্ত পরিহাসে,
হাতে হাত রাখো, সাহসিকা।
তোমার মাভৈ শুনে হয়তো বা লজ্জিত নিয়তি

ফিরাবে, অভ্যাস ভুলে, ঐকান্তিক সময়ের গতি,
মৃত্যুর বিক্ষিপ্ত জাল দিবে বুঝি মোরে অব্যাহতি,
শাপমুক্ত হবে অহমিকা ;
নবজাত ভগবান বিরচিবে কৃতজ্ঞ উল্লাসে
আমাদের নব নীহারিকা ॥

জন্মান্তর

আধখানা চাঁদ রূপার কাঠির পরশে
জাগায়েছে তার মুখে কী মদির কান্তি।
নিমেষনিহত স্বচ্ছ চোখের সরসে
ত্রস্ত তারকা সন্ধানে সংক্রান্তি।
রেশমী কেশের ঘন, কুঞ্চিত লহরে
ভর ক'রে আছে অনাদি অসীম রাত্রি।
নিরাশনিবিড় আয়ুর অন্ত্য প্রহরে
কেন এলো আজ অনাহূত বরদাত্রী ?

আলাপন তার নিগূঢ় দ্বিধায় ব্যাহত,
তবু কী মমতা লীলায়িত ভুজভঙ্গে।
আমারই মতো সে বহু বঞ্চনে আহত,
মুগ্ধ মিনতি বিজড়িত তবু অঙ্গে।
সর্ব্বহারা সে, হিয়া ভরা পীত স্মরণে,
বহির্ব্বিমুখী, দিবসে উলূকী অন্ধ,
ডাকে অভিসারে আমারে অমোঘ মরণে,
তবু সে মূর্ত্ত জীবনের নির্ব্বন্ধ ॥

জানি না কী দিবো, কী চাহিবো তার সকাশে।

বহু বার ঠেকে হয়েছে আজিকে শিক্ষা—
অযাচিত দান দাতার দম্ভ প্রকাশে,
দীন ভিখারীর হীনতা বাখানে ভিক্ষা।
মর্ত্ত্যের ক্ষুধা মিটে না মজুরি ব্যতীত,
স্বর্গের সুধা ইন্দ্রজিতেরই ভোগ্য,
মোর অসাধ্যসাধনের যুগ অতীত,
তবে আর কবে হবো ও-প্রেমের যোগ্য ?

নামুক অরতি অতএব মোর শরীরে,
কামনার বানে বাঁধ বেঁধে দিক ধৈর্য্য,
আত্মবোধের অন্তরতম অরিরে
হানুক মৃত্যু মহানিদ্রার স্থৈর্য্য।
হয়তো তবেই নব জনমের প্রভাতে
অমিত বীর্য্যে বিঁধে অগোচর লক্ষ্য
জিনে নেবো তারে স্বয়ম্বরের সভাতে,
সম্ভাবনায় হবো তার সমকক্ষ ॥

সে-দিনে তো আর হবে না অপব্যয়িত
কিশোর চাঁদের যাদুকর অভিসন্ধি ;

চিরন্তনীর চিরাভিলষিত দয়িত
অনাহত ভুজে করিবে সতীরে বন্দী ;
টুটিবে মেখলা, খ'সে যাবে তার কবরী,
তীব্র পুলকে ঘুচিবে সকল লজ্জা ;
তুঙ্গী গ্রহেরা হবে বাসরের প্রহরী,
চ্যুত তারাদল বিরচিবে ফুলশয্যা ॥

বিলয়

চিকণ চিকুর তব হবে যবে তুষারধবল,
রজনীগন্ধার যষ্টি ওই ঋজু বর দেহখানি
তাকাবে ধূলার পানে, উবে যাবে রতিপরিমল ;
উত্তর হাওয়ার স্পর্শে ত্রস্ত হাতে অর্গল সন্ধানি
যে-দিন শুনিবে তুমি পাতা-ঝরা হিম নিরালোকে
ফেরে মাতামাতি ক'রে আগন্তুক মৃত্যু আর ক্ষয়,
সে-দিনে দু ফোঁটা অশ্রু গালায়ে কি নির্ব্বাপিত চোখে
সহসা ফুরাবে তব সন্তাপের অন্তিম সঞ্চয় ?

বুঝিবে কি, হে সুস্মিতা, অতন্দ্রিত সে-অমানিশীথে—
যে তোমারে চেয়েছিলো পূর্ণিমার প্রগল্‌ভ উচ্ছ্বাসে,
যদি তারে ক্ষণতরে তন্বী তনু উপহার দিতে
তিলার্দ্ধ প্রভেদ তবু ঘটিতো না শেষ সর্ব্বনাশে ?
বুঝিবে কি সে-দুর্দ্দিনে—উদাসীন বিধাতার কাছে
তুল্যমূল্য আমাদের ধৈর্য্য আর আত্মবিস্মরণ,
মৃন্ময় বিশ্বের চূড়ে নটরাজ অহর্নিশি নাচে,
চিরপ্রতিষ্ঠার শত্রু ভ্রান্তি নয়, অমোঘ মরণ ?

হেমন্তের প্রান্তে এসে বুঝিবে কি—উত্তরফাল্গুনী

উদে নি দিগন্তে তব আকস্মিক নির্ভার প্রমোদে ;
ইচ্ছা ছিলো তার মনে আসঙ্গের ইন্দ্রজাল বুনি
সুন্দরের পদ্মবনে মত্ত কালহস্তীরে সে রোধে ;
সে জানিতো সময়েরে শুধু গতি পরাজিতে পারে,
তাই তার মুগ্ধ দৃষ্টি হয়েছিলো আবেগে উতল ;
সে জানিতো বৃথা বাক্য, জগতের শূন্য অন্ধকারে
শরীরের রূপরেখা আমাদের অনন্য সম্বল ?

নিবিদ ভাষায় যবে নিরাকার নাস্তি বাখানিবে
অনঙ্গ আত্মার ঋদ্ধি, বুঝিবে কি সে-দিন প্রথমে—
প্রণয়ের জয়স্তম্ভ ঠেকে গিয়ে যদিও ত্রিদিবে,
বদ্ধমূল ভিত্তি তার তবু কাম-কারণ-কর্দ্দমে ;
নিরাকৃত মানবাত্মা অঙ্গারিত সৌর তেজসম
নিঃস্বপ্ন নিদ্রায় মগ্ন ইন্দ্রিয়ের প্রাক্তন খনিতে,
উন্মুদ্র প্রবৃত্তিমার্গ পারে শুধু ভেদিতে সে-তম,
পারে শুধু দাহ্য দেহ দীপ্র বাণী তারে ফিরে দিতে ?

যবে কায়-মনে চাবে নিরুদ্দেশ বসন্তসখারে,
নিঃশেষিবে ক্ষীণ শ্বাস নাম, শুধু নাম উচ্চারণে ;

যাত্রার উদ্বেগে যবে ভাবিবে, সে খেয়াঘাটপারে
পরাবে মন্দারমাল্য তব গলে প্রেমাভিভাষণে ;
তখন স্মরণ কোরো সে জানিতো কোনো খেয়া নাই,
ডুবে যায় মৃত্যুতরী জনহীন দ্বীপের সংঘাতে ;
জন্মপরম্পরামাঝে অমৃত সে খুঁজেছিলো তাই,
স্থাপিতে পারে নি আস্থা নিরালম্ব, নশ্বর আত্মাতে ॥

মহানিশা

মরণ, তুমি তো আসিবেই এক দিন,
এসো তবে আজ বেগে।
দশমীর চাঁদ আকাশে তন্দ্রাহীন
ভর ক'রে আছে বীতবর্ষণ মেঘে ;
সুদূরের হাওয়া কোথা নারিকেলবনে
কার আহ্বান নিবিদ ভাষায় ভণে ;
রজনীগন্ধা রয়েছে কী প্রয়োজনে
প্রচুর পরাগে জেগে ;
শুধেছে বিধাতা চির জীবনের ঋণ ;
এসো, হে মরণ, এসো আজ দ্রুত বেগে॥

আজি প্রেয়সীর সুরভিনিবিড় কেশে
দেখেছি তোমার ছায়া ;
চিনেছি যে তার অযাচিত আশ্লেষে
কত বিমোহন তব বিরতির মায়া।
এখনো শ্রবণে ধ্বনিতেছে অবিকার
গাঢ় কণ্ঠের নিরুপাধি ঝঙ্কার ;
স্মৃতিসঞ্চিত ঘন চুম্বনে তার
এখনো শিহরে কায়া ;

এখনো জগৎ লুটে মোর পাদদেশে ;
ঘনাও, মরণ, এই বেলা তব ছায়া ॥

কী জানি, হয়তো কেবলই স্বপন দেখি,
ফুরাবে সকলই প্রাতে ।
প্রগল্‌ভ পণ অনাহত রহিবে কি
প্রতিদিবসের প্রচণ্ড সংঘাতে ?
দেবদুহিতার ধুলামাখা খেলাঘরে
ভাঙা পুতুলি প'ড়ে রবো অনাদরে,
তবু লোভী কাল দৈব কোপের ডরে
লবে না আমারে হাতে ।
মদির নিশায় ভিক্ষুরে অভিষেকি,
অনুশোচনায় জ্বলিবে না সে কি প্রাতে ?

তার চেয়ে ভালো আজি তব রসায়নে
আদি ভূতে ফিরে যাওয়া,
শুক্ল শশীর শাশ্বত বিকীরণে
খোলা বাতায়নে সুপ্ত সে-মুখে চাওয়া,
মৃদুল মলয়ে বর তনুখানি ঘিরে

কম্র কামোদে কামনা জানানো ধীরে,
ধূলিরেণু হয়ে ঢেকে সারা পৃথিবীরে
তারণ চরণ পাওয়া,
ঈর্ষ্যা জাগায়ে পুরুরবাদের মনে
এ-মহানিশায় সনাতনে মিশে যাওয়া ॥

জাগরণ

মিলননিবিড় রাত্রি পরিকীর্ণ নিখিল ভুবনে ;
বিরাজে প্রশস্ত কক্ষে তারই শান্তি, তারই নীরবতা ;
চাহি খোলা বাতায়নে, দেখি তারই অনাদি বারতা
মর্ম্মরিছে মুহুর্ম্মুহু স্বপ্নাবিষ্ট দেওদারবনে ॥

নাই সে-নিভৃত লোকে নগরের উগ্র উতরোল,
মর্ম্মভেদী পরচর্চ্চা বিষায় না যমকজীবন ;
অলক্ষ্যে অলস নদী করে শুধু নৈশ সংকীর্ত্তন,
কিম্বা সে নিদ্রিত, শুনি দূরাগত কালের কল্লোল ॥

উদার অলকানন্দা হয়ে গেছে মহাকাশ পার
ছড়ায়ে নক্ষত্র-ফেনা ; বেঁধেছে অসংখ্য জোনাকিরে
রজনীগন্ধার গুল্ম ; সম্মিলিত তাদের মিম্মিরে
মনে হয় অমাবস্যা সুদক্ষিণ, সজীব, নির্ভার ॥

তোমার চিকণ দেহে বিজড়িত কী দিব্য বুহক ;—
ভাস্বর অলজ্জ কটি, দৃপ্ত কুচ, নিঃসঙ্কোচ ঊরু,
অধরে সিতাভ হাসি, মুক্ত বেশে উথলে অগুরু,
সাবলীল আত্মদান স্নিগ্ধ চোখে এনেছে বলক ॥

দেখিতে পাই না কিছু। তবু যেন হয় অনুমান
অরূপ আনন তব চিত্রার্পিত অপূর্ব্ব প্রসাদে,
প্রতি অঙ্গসন্ধিমাঝে নম্র ছায়া কম্র নীড় বাঁধে,
সঞ্চিত গভীরে তব নিঃশ্রেয়স্, নিবৃত্তি, নির্ব্বাণ ॥

তন্ময় আমার চিত্ত, প্রীত বুদ্ধি, তদ্গত শরীর,
তথাগত অন্তর্যামী আত্ম-পর সবারে ক্ষমেছে,
ব্যক্তিতার অবরোধ মুহূর্ত্তেকে চূর্ণ হয়ে গেছে,
সার্ব্বভৌম যৌবরাজ্যে প্রত্যাগত যযাতি স্থবির ॥

সাঙ্গ কি সহস্র বর্ষ ? গর্জ্জে নিচে প্রচ্ছন্ন নরক,
পরশ্রীকাতর ইন্দ্র ঊর্দ্ধ হতে করে বজ্রাঘাত ;
চমকে নয়ন মেলি, তমিস্রার আবিল প্রপাত
ডুবায় স্বপ্নেরে মোর ; শুরু হয় ধৈর্য্যের পরখ ॥

সুপ্তিশান্ত গৃহদ্বারে হানা দেয় বিনিদ্র নগর ;
সচকিত নিঃসঙ্গতা বাহুপাশে হরে মোর শ্বাস ;
মন্থর কালের স্রোতে স্তূপীকৃত হয় সর্ব্বনাশ ;
মোদের বিচ্ছিন্ন করে মৃত্যুপম ব্যবধি দুস্তর ॥

মাধবী পূর্ণিমা

দিনের দহনশেষে সাকীসম সিত সুরা লয়ে
মাধবী পূর্ণিমা যবে দেখা দেয় মোর বাতায়নে,
আত্মধিক্কারের জ্বালা শত গুণ হয় সে-সময়ে,
অবুঝ অন্তর মোর ব্যর্থতার জপমালা গণে ॥

বন্ধুরা বিস্ময়ে চাহে, প্রতিবাদ করে সমস্বরে ;
কেহ বা প্রকাশে উষ্মা ; সকৌতুকে শুধায় কেহ বা-
কবিত্ব আমার ধর্ম্ম, তাই বুঝি কৌমুদীজাগরে
পেচকীয় দুঃখবাদ লাগে মোর এত মনোলোভা ॥

কেমনে তাদের বলি নই আমি অমরাবিলাসী,
মর্ত্ত্যের সূচ্যগ্র কোণ একমাত্র অভিষ্ট আমার ;
ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি, স্থিতি, সে-সবে এ-হৃদয় উদাসী,
উত্থান, পতন মম ক্ষণিকার নিষ্ঠায় অসার ॥

বিচ্ছেদ-বাদল-রাতে মিলেছিলো যে-শেষ চুম্বন,
রাকারে বিফল করে আজও তার নশ্বর স্মরণ ॥

ডাক

কোন্ কালে সেই চকিত চোখের দেখা
কী জানি সে এখন কোথায় থাকে।
নিশীথ রাতে তারার চিত্রলেখা
তবু আমায় তার কাছে আজ ডাকে।
হয়তো সে-দিন শুধুই দেহের টানে
তাকিয়েছিলো আমার মুখের পানে.
ফাগুন কেবল বাহ্য বরদানে
কল্পলতার কান্তি দিলো তাকে।
আজকে তবু আত্মা আমার একা ;
জানি না আর কোন্‌খানে সে থাকে॥

বুঝেছিলুম সে-দিনে, আজ আবার
এই কথাটাই নূতন ক'রে বুঝি
ইচ্ছা ছিলো তার কাছে যা পাবার,
সেই অমৃত করে নি সে পুঁজি।
তার ছিলো যা, সব জীবেরই আছে ;
সেই ঋজুতা য়ুকালিপ্‌টাস্ গাছে,
তেমনই ক'রেই মত্ত ময়ূর নাচে,
সেই প্রদাহ পশুর চোখেও খুঁজি।

ডাক

যৌন যাদু নিমেষে হয় কাবার
বুঝেছিলুম সে-দিন, আজও বুঝি ॥

তবু যখন মধুফুলের বনে
জড়িয়ে ভুজে অদৃশ্য তার কায়া
অতল, কালো, ডাগর সে-নয়নে
দেখেছিলুম তারার প্রতিচ্ছায়া,
জেগেছিলো তখন আচম্বিতে
ভূমার আভাস যুগল বিপরীতে,
চিনেছিলুম অবাক সমাধিতে
মহাবিদ্যা যে, সেই মহামায়া।
ফাঁক রাখে নি কোথাও ত্রিভুবনে
সাধারণীর সামান্য সে-কায়া ॥

বসন্ত আজ সুদূরপরাহত,
হেমন্ত ওই দোদুল অন্ধকারে ;
চুকিয়ে দিয়ে পাওনা-দেনা যত
দাঁড়িয়ে আছি খেয়াঘাটের পারে ;
চপল ভ্রমর অন্ধ নেশার ঝোঁকে

আর ফিরে না প্রলাপ ব'কে ব'কে,
মনের চাকের মধুর নিরালোকে
আজ সে ঘুমে অসাড় একেবারে ।
দুর্গ্রহ সব তত্ত্ব ওতপ্রোত
এই নিরাকার, নিখিল অন্ধকারে ॥

তবু আবার তারার প্রদীপ জ্বেলে
আমায় প্রাচীন সঙ্কেতে সে ডাকে ।
এগিয়ে গেলে জ্ঞানের বোঝা ফেলে
তার দেখা কি পাবো পথের বাঁকে ?
আজ বুঝেছি সে-দিন ক্ষণিক ভুলে
উদ্বায়ী দান দিই নি তাকে তুলে,
তীর্থে যেতে রাজীবচরণমূলে
কাটাই নি কাল দৈবদুর্ব্বিপাকে ।
সত্য কেবল দেহের দয়ায় মেলে ;
তাই সে আমায় ডাকে, আবার ডাকে ॥

দ্বন্দ্ব

মনেরে বুঝায়ে বলি মৃত্যুমাত্র নিশ্চিত ভুবনে :
গ্রহ, তারা, নীহারিকা ধায় নিত্য বিয়োগের পথে ;
বস্তুর দুর্দ্দান্ত চিতা অনির্ব্বাণ শূন্যের সৈকতে ;
কালের অদৃশ্য গতি ব্যক্ত শুধু বিপ্লববর্দ্ধনে ॥

সালোক্য, সাযুজ্য, সঙ্গ, সে কেবলই সম্ভব স্বপনে ;
বিসংবাদ, বিকর্ষণ আর্য্যসত্য জাগ্রত জগতে ;
ছুটি মোরা মর্ত্ত্যচর আত্মঘাতী আবর্ত্তের স্রোতে,
ফেনিল সম্মোহে মেতে, লুব্ধকেন্দ্র নাস্তির শোষণে ॥

হার মানে খিন্ন মন। দেহ কিন্তু অক্ষয় উৎসাহে
পরিব্যাপ্ত ব্যবধানে রচে সদা বাসনার সেতু ;
তন্ময় মুহূর্ত্তমাঝে অনন্তের আবির্ভাব চাহে ;
দেখে জন্ম-মরণেরে কণ্ঠাশ্লেষে বাঁধে মীনকেতু ॥

আজিকে দেহের পালা : রিক্ত শেজে শুয়ে তাই ভাবি
হয়তো বা তারই কাছে প'ড়ে আছে অমরার চাবি ॥

প্রতিপদ

সমাপ্ত সংরক্ত রাত্রি।—শ্রান্ত দোলপূর্ণিমার শশী,
যৌবনের শিখিপুচ্ছে বিমণ্ডিত বৃদ্ধের সমান,
ঘুমে অভিভূত হয়ে করে যেন হঠাৎ প্রমাণ
আকাঙ্ক্ষার বাচালতা। জাতিস্মর উদ্বেগের মসি
প্রাগুষার পাণ্ডু মুখে অনর্থের অপপাঠ লিখে :
থমকে সে মধ্য পথে, তুলে ধ'রে নিবাত প্রদীপ
তাকায় গন্তব্যপানে ; নীড়ে নামে, দেখে, চতুর্দ্দিকে
বাদুড়-পেঁচার ঝাঁক। অপুষ্পক ত্রিভঙ্গিম নীপ
দুঃস্বপ্নে প্রলাপ বকে, শব-শিবা-সর্পে পরিবৃত।
সমাপ্ত সংরক্ত রাত্রি ; চূর্ণমুষ্টি ধূলিধূসরিত ॥

কষিত-কাঞ্চন-কান্তি, সুমধ্যমা কুমারী, অহনা,
আর ফিরে আসিবে না অলজ্জিত স্বচ্ছ শ্বেতাম্বরে
দীর্ঘল তনিমা ঘিরে, অরুণিম বরা ভয়ে ভ'রে
নীলকান্ত সুধাভাণ্ড। বিমর্দ্দিত ফুলের গহনা,
পর্য্যুষিত কারণের উগ্র গন্ধ উতল নিঃশ্বাসে,
সর্ব্বাঙ্গে পাংশুল ক্লেদ, তন্দ্রাবিষ্ট পৃথুল পৃথিবী
নির্জ্জন নৈমিষারণ্যে। ইতিমধ্যে সন্নত আকাশে
রুগ্ন আলোকের বীজ, পুরাতন, পীত, পরজীবী,

উপ্ত করে ধ্বংসকীট। আত্মহারা স্বয়ং সবিতা :
পৈতৃক প্ররোহে আজ পরিপ্লুত অজ্ঞের দুহিতা ॥

সুবর্ত্তুল পুষ্করিণী পরিপূর্ণ কানায় কানায়
অচ্ছোদ সবুজ জলে, উচ্চকিত নবদূর্ব্বাদলে
অবরুদ্ধপরিকর। চিত্রার্পিত মুকুরের তলে
দিগন্তের যুগ্মগিরি শোথসান্দ্র পীবরতা পায়
সূচ্যগ্র অণিমা টুটে। মায়াময় সে-ছায়ার কাছে
ভাসে এক মজ্জমান স্নাতকের শৈবালিত দেহ
হরিৎ হেলঞ্চে ঢাকা; নিরন্তর কাকে যেন যাচে
অনিকেত চক্ষুদ্বয়; সুতা-কান্তা-জননীর স্নেহ
অসপত্ন আচম্বিতে উৎকণ্ঠিত মুমূর্ষায় তার।—
পুরুজিৎ কুরুক্ষেত্রে উর্ব্বশীর শেষ অভিসার ॥

শত শ্রেয় মরুভূমি—সম্মার্জ্জিত সন্তপ্ত সিমূমে;
বন্ধ্যা ফণিমনসায় কণ্টকিত, বিষাক্ত, ধূসর;
পরিত্যক্ত মীনরাজ্য, নিঃসলিল তরঙ্গে ঊষর;
নিরিন্দ্রিয় মহাশূন্য, উদাসীন উদ্বায়ী মর্ম্মে।
অতিকায় কৃকলাস অস্থিসার রুদ্র পরিপাকে;

প্রপন্ন অজ্ঞাতবাসে পাশবিক পুরাণপুরুষ ;
শিখরীর মন্ত্রগুপ্তি পঙ্গু করে মৃগতৃষ্ণিকাকে ;
উন্মুক্ত গগনে জাগে নিরঞ্জন নিত্য, নিরঙ্কুশ।
নির্ব্বাণ সর্ব্বতোভদ্র : প্রতিবেশী নীহারিকা যত
পলায় সংসর্গ ছেড়ে।—অকস্মাৎ ত্রিশঙ্কু স্বগত ॥

শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৩০	১১	কাঁদা	কাঁদা,
৩৩	৮	উসর	উষর
৩৩	১৪	প্রথম	প্রমথ
৩৬	১৭	উন্মুদ্র	উন্মুদ্র
৪৪	৭	নিরাশনিবিড়	নিরাশানিবিড়
৫৬	১৭	তেমনই	তেম্‌নি